গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
www.imed.gov.bd

বাণী

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আইএমইডি সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে থাকে। ফলে তা উন্নয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সম্পদের সঠিক ব্যবহার, নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্প সমাপ্তকরণ এবং কাঙ্খিত ফলাফল প্রাপ্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন , সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগের মাধ্যমে আইএমইডি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সার্বিক জনকল্যাণে সরকারের সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবেন। বর্তমান সরকার এর অঙ্গীকার "রূপকল্প : ২০২১" বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন এবং প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সুশীল সমাজ গঠন, সুখী ও সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি
মন্ত্রী

এম এ মান্নান, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা বার্তা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করতে বার্ষিক প্রতিবেদন সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি চলমান প্রকল্প সমূহের নিবিড় পরিবীক্ষণ, সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন আইএমইডি করে থাকে। একটি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার আওতায় প্রতিটি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সময়োপযোগী এবং জনকল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আইএমইডি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এ সকল প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন, চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রয়োজনে সরকারি ক্রয় বিষয়ে যেকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান আইএমইডি 'র অধীন Central Procurement and Technical Unit (CPTU) হতে সার্বক্ষণিক অনলাইন এবং আইন ও বিধি সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)'র নিরবিচ্ছিন্ন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এম এ মান্নান, এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী

মোঃ মফিজুল ইসলাম
সচিব
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে র কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ এবং এ বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির ভিত্তিতে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলো।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর মূল দায়িত্ব হলো সরকারি খাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। আইএমইডি প্রকল্পের অনুমোদনকালে প্রকল্পের ডিজাইন, বাস্তবায়ন মেয়াদ, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রদান এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে আয়োজিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহ ণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করে থাকে। বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, নিবিড় পরিবীক্ষণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করে। বর্তমানে শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদভাবনী এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সরকারি ক্রয় কার্যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন, সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক পদ্ধতির (e-GP) ফলপ্রসু প্রয়োগ আইএমইডি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ ছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ডিজিটাইজেশন করে Online ব্যবস্থায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আশা করা যায়, সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় আগামীতে আইএমইডি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সুশাসন (Good Governance) প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

মোঃ মফিজুল ইসলাম
সচিব

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
পটভূমি	০১
আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো	০২-০৩
আইএমইডি'র কাজ	০৪
আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়	০৪-০৫
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি	০৫-১৩
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন চারটি প্রকল্পের অগ্রগতি	১৩-১৬
উপসংহার	১৬
পরিশিষ্ট-১ : ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য ১৮টি প্রকল্পের তালিকা	১৭
পরিশিষ্ট-২ : ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ১৩টি প্রকল্পের তালিকা	১৮
পরিশিষ্ট-৩: আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগেরবিন্যাস ও মনিটরিং -এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের চলমান প্রকল্প সংখ্যা	১৯-২০

পটভূমি:

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রকল্পের বিশেষ করে সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দৃঢ়ভাবে অনুভূত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো(PIB)' সৃষ্টি করে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে ন্যস্ত করা হয়। মূলতঃ মালয়েশীয় মডেলে তদকালীন 'প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো (PIB)' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কর্মপরিধি বৃদ্ধির কারণে ১৯৭৭ সালে পিআইবিকে প্রজেক্ট মনিটরিং ডিভিশন (PMD) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে উন্নীত করা হয়। অতঃপর ১৯৮৪ সালে 'বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ', ইংরেজীতে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED) নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে পরিচালিত Country Procurement Assessment Report (CPAR) এ বাংলাদেশে সরকারী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ত্রুটি ও দুর্বলতা দূর করে যুগোপযোগী আইন ও বিধি বিধান প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এরআর্থিক সহায়তায় গৃহীত পিপিআরপি(পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্মস প্রকল্প)-এর আওতায় আইএমইডি'তে Central Procurement Technical Unit (CPTU) প্রতিষ্ঠা করা হয়। CPTU প্রথমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৩ প্রণয়নসহ প্রয়োগের জন্য Implementation Procedures এবং প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস চালু করে। প্রাথমিকভাবে ক্রয় কার্যক্রমে দক্ষতা, নিরপেক্ষতা, দরদাতাদের প্রতি সম-আচরণ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ী এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ কার্যকর করা হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল ভবন

আইএমইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো:

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে একজন সচিবের নেতৃত্বে ১ টি অনুবিভাগ, ৮টি মনিটরিং সেক্টর, ১টি মূল্যায়ন সেক্টর, ১টি সমন্বয় সেক্টর ও ১টি ইউনিটের সমন্বয়ে আইএমইডি গঠিত। অনুবিভাগে ১জন যুগ্ম-সচিব, সেক্টরসমূহে ১জন প্রধান, ৪জন মহাপরিচালক ও ১জন পরিচালক (সমন্বয়) এবং ইউনিটে একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে। আইএমইডি-তে ১ম শ্রেণীর ১২৯ জন, ২য় শ্রেণীর ৬০ জন, ৩য় শ্রেণীর ৯৪ জন, ৪র্থ শ্রেণীর ৫৫ জন সহ মোট ৩৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ রয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ, সেক্টর ও ইউনিট ভিত্তিক পদবিন্যাস নিম্নরূপঃ

প্রশাসন অনুবিভাগঃ ১ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে ১ জন যুগ্মসচিব, ৩ জন উপ-সচিব, ২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, ১ জন লাইব্রেরীয়ান ও ১ জন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার সমন্বয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টরঃ সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ১ জন পরিচালকের নেতৃত্বে ৪ জন উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, ১ জন সিনিয়র প্রোগ্রামার, ১ জন প্রোগ্রামার এবং ১ জন উপসচিবের অধীনে ১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব এর সমন্বয়ে এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সিপিটিইউঃ ১ জন মহা-পরিচালকের নেতৃত্বে ৫ জন পরিচালক, ৪ জন উপপরিচালক, ১ জন সহকারী পরিচালক, ১ জন ট্রেনিং কোর্ডিনেটর, ১ জন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ১ জন সিস্টেম এনালিস্ট, ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার, এর সমন্বয়ে এ ইউনিট গঠিত।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১(শিল্প ও শক্তি): এ সেক্টরে ১ জন প্রধান, ৩ জন পরিচালক, ৩ জন উপপরিচালক এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ সেক্টরের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২(পরিবহন): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ২ জন উপপরিচালক, এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩(স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ১ জন উপপরিচালক, এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪(কৃষি ও পানি সম্পদ): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপপরিচালক এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫(স্বাস্থ্য ও গৃহায়ন): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ৩ জন পরিচালক, ১ জন উপপরিচালক এবং ৪ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬(শিক্ষা ও সামাজিক): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ৩ জন উপপরিচালক এবং ২ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭(নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ১ জন পরিচালক, ২ জন উপপরিচালক এবং ২ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হয়।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮(মূল্যায়ন): ১ জন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ২ জন পরিচালক, ২ জন উপপরিচালক এবং ৩ জন সহকারী পরিচালকের সমন্বয়ে এ বিভাগ পরিচালিত হচ্ছে।

অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী পদের বিন্যাস

ক্রমি: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১.	সচিব	০১
২.	প্রধান	০১
৩.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব	০২
৪.	মহাপরিচালক	০৮
৫.	উপসচিব	০৩
৬.	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১
৭.	পরিচালক	২২
৮.	সিস্টেম এনালিস্ট	০২
৯.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	০৬
১০.	সিনিয়র প্রোগ্রামার	০২
১১.	উপ-পরিচালক	৩০
১২.	প্রোগ্রামার	০৩
১৩.	ট্রেনিং কো-অর্ডিনেটর	০১
১৪.	সহকারী প্রোগ্রামার	০৩
১৫.	সহকারী পরিচালক	৪০
১৬.	সহকারী মেইন্টেনান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২
১৭.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০১
১৮.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট ১ম শ্রেণি কর্মকর্তা	**১২৯**
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৯
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩৬
৩.	লাইব্রেরীয়ান	০১
৪.	মূল্যায়ন কর্মকর্তা	০৮
৫.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল সুপারভাইজার	০৫
৬.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
	মোট ২য় শ্রেণী কর্মকর্তা	**৬০**
১.	হিসাব রক্ষক	০১
২.	সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর	০২
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	১৪
৪.	ড্রাফটসম্যান	০২
৫.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৩
৬.	ক্যাশিয়ার	০২
৭.	অফিস সহকারী কাম কঃমুদ্রাঃ	৩২
৮.	ফ্যাক্স/টেলেক্স অপারেটর	০১
৯.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	২৬
১০.	ড্রাইভার	০৫
১১.	ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০৫
১২.	ক্যাশ সরকার	০১
	মোট ৩য় শ্রেণী	**৯৪**
১.	অফিস সহায়ক (**মোট ৪র্থ শ্রেণী**)	**৫৫**
	সর্বমোট অনুমোদিত পদ	**৩৩৮**

* হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার একটি পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে।

আইএমইডি'র কাজ :

রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর অ্যালোকেশন অব বিজনেস (অনুচ্ছেদ ৩২ (c)) অনুযায়ী বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
২. প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্যসংগ্রহ এবং সংকলন (Compilation)-এর মাধ্যমে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এনইসি, একনেক মন্ত্রণালয়সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জন্য ত্রৈমাসিক, বার্ষিক এবং সাময়িক প্রতিবেদন প্রণয়ন;
৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে মন্ত্রণালয়/বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এবং পরামর্শ সেবা প্রদান;
৪. স্পট ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন অবস্থা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন;
৫. প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
৬. প্রয়োজনের আলোকে, প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ;
৭. সিপিটিইউ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
৮. পিপিএ ২০০৬ এবং পিপিআর ২০০৮ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি ; এবং
৯. সময়ে সময়ে প্রধানমন্ত্রী/পরিকল্পনা মন্ত্রী/জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য বিষয়াদি।

আইএমইডি প্রকল্পের প্রাক-অনুমোদন পর্যায়, বাস্তবায়ন পর্যায় এবং বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুমিকা রাখছে। প্রকল্পের প্রাক অনুমোদন পর্যায়ে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভায় অংশগ্রহণ করে বিনিয়োগের যথার্থতা, একই এলাকার অনুরূপ প্রকল্পের সাথে Overlapping, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং পর্যায়ক্রমিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উপস্থাপন করে থাকে।

অপরদিকে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শন, মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রি/সচিব-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, টেন্ডার বাস্তবায়ন, জনবল নিয়োগ, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তথা প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি বেগবান হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে সমাপ্তি মূল্যায়ন ও নির্বাচিত কিছু সংখ্যক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করে বাস্তবায়নকালীন উদ্ভূত সমস্যা এবং প্রকল্পের আউটপুটকে টেকসই করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করে থাকে।

আইএমইডি'র উইং/সেক্টর/ইউনিট -এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের অর্গানোগ্রামে ১টি উইং, ৯টি সেক্টর ও ১টি ইউনিট রয়েছে।

প্রশাসন উইং: এ বিভাগের জন্য অনুমোদিত মোট ৩৩৮টি পদের কর্মকর্তা-কর্মচারীর ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম এ উইং এর একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর: সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন পরিচালক এবং একজন উপসচিবের নেতৃত্বে সমন্বয় ও এমআইএস সেক্টর এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়ন শেষে আইএমইডি বিভিন্ন ছকের (আইএমইডি/২০০৩ ফরম ০১, ০২, ০৩, ০৪ ও ০৫) মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। প্রতিবছর এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রায় ১২০০-১৫০০ টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির তথ্য বিভাগের ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে। অতঃপর মাসিক ও ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি প্রতিবেদন একনেক ও এনইসি সভায় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এসব প্রতিবেদনে এডিপির অগ্রগতির (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক, সেক্টর ভিত্তিক, প্রকল্প ভিত্তিক) তথ্য সন্নিবেশিত থাকে। তাছাড়া এ সেক্টর থেকে জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালীন বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর এবং স্থায়ী কমিটির (যেমন- পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি) চাহিদা মাফিক নিয়মিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও ফাস্ট ট্রাক প্রকল্পের মনিটরিং সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সমন্বয় করে প্রেরণ, তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহ এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে ভিডিও কনফারেন্স আয়োজন এ সেক্টর থেকে করা হয়।

সেক্টরসমূহ: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত চলমান শতভাগ প্রকল্প পরিবীক্ষণ, নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ ও প্রভাব মূল্যায়ন এবং কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে সেক্টরের কর্যাবলি নির্দেশক্রমে পুনঃবন্টন করা হয়েছেঃ

১। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-১ (শিল্প ও শক্তি)
২। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন)
৩। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩ (স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন)
৪। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ (কৃষি ও পানি সম্পদ)
৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৫ (স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ)
৬। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৬ (শিক্ষা ও সামাজিক)
৭। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৭ (নিবিড় পরিবীক্ষণ ও গবেষণা)
৮। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (মূল্যায়ন)

প্রতিটি সেক্টরে প্রধান/মহাপরিচালক অধীনে একাধিক সাব-সেক্টর রয়েছে। উক্ত সাব-সেক্টরসমূহে পরিচালক, উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ মনিটরিং ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং ও সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে আইএমইডি'র সেক্টরগুলোর সাথে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সেক্টরভিত্তিক বিন্যাস ও মনিটরিং-এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে প্রকল্প সংখ্যা **পরিশিষ্ট-৩** এ প্রদান করা হলো।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) : একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে এ সেক্টরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। পিপিআরপি প্রকল্পের আওতায় আইএমইডি'র অধীনে সিপিটিইউ ১৩ মে ২০০২ সালে স্থাপন করা হয়। এ ইউনিট থেকে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন, বিধি, আদর্শ দরপত্র/প্রস্তাব দলিল (STD), দরপত্র/দর প্রস্তাব মূল্যায়নের বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া নিরূপণ, মডেল কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্টসহ বিভিন্ন গাইডলাইন প্রনয়ণ করা হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও উহার অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা সমূহকে জারীকৃত বিধি-বিধান অনুসরণে ক্রয়কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

(ক) প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে আইএমইডি'র ভূমিকা: পরিকল্পনা কমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত Project Evaluation Committee (PEC) সভায় আইএমইডি প্রতিনিধিত্ব করেছে। এসব সভায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এবং Procurment Plan এর উপর আইএমইডি মতামত দিয়ে থাকে। তাছাড়া পূর্ববর্তী পর্যায়ের মূল্যায়ন অভিজ্ঞতার আলোকে উন্নততর পরিকল্পনার জন্য মতামত দিয়ে থাকে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে মনিটরিং প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর মাননীয় সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় (Monthly Project Review) অংশগ্রহণ , স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) সভা য় অংশগ্রহণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সভায় (PIC) আইএমইডির কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া গত অর্থ বছরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের ওপর অনুষ্ঠিত ফলোআপ সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিশেষ করে ভূমি অধিগ্রহণ, Public Procurment , পরামর্শক/জনবল নিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ, প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা য় আইএমইডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

(খ) সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Evaluation): আইএমইডি কতৃর্ক বাস্তবায়িত প্রকল্প/কমর্সূচীর ফলাফল (Output) এবং ফলাফলের সমন্বয়ে অর্জিত স্বল্প মেয়াদী সুফল (Outcome) এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যভুক্ত সুবিধাভোগী ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উপর দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব ইত্যাদি নিরুপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভুক্ত কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব আইএমইডি কতৃর্ক মূল্যায়ন করা হয়। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণাধর্মী সমীক্ষা। সাধারণত অর্থনৈতিক নীতি ও অগ্রাধিকার এবং মূল্যায়নের জন্য প্রাপ্ত বরাদ্দের বিবেচনায় আইএমইডির সচিব এর নেতৃত্বে বিদ্যমান একটি কমিটি কর্তৃক প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রতিবছর কিছু সংখ্যক সমাপ্ত প্রকল্প বাছাই করা হয়। নির্বাচিত সমাপ্ত প্রকল্পের কলেবর, সমাপ্তির পর্যায় এবং প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য/উপাত্তের সহজলভ্যতার বিবেচনায় মূল্যায়ন কাজ সম্পাদনের জন্য পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ অথবা নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রভাব মূল্যায়নের কাজ করা হয়।

মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য সাধারনত: বুদ্ধিভিত্তিক ও পেশাগত সেবা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট বাজেটের ভিত্তিতে (FBS) পরামশর্ক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। এজন্য পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী যাবতীয় পদক্ষেপ অর্থাৎ প্রাপ্ত EOI মূল্যায়ন, সংক্ষিপ্ত তালিকাকরণ, কারিগরী ও আর্থিক মূল্যায়ন, নেগোশিয়েশন এবং Award প্রদানের সুপারিশ গ্রহণ করে অনুমোদনকারী কতৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করা হয়। অত:পর নিয়োজিত পরামর্শক ফার্ম কর্তৃক স্টাডি ডিজাইন প্রনয়ন করে ইনসেপশন রিপোর্টসহ স্টিয়ারিং কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। সমীক্ষার জন্য Baseline Survey Data, অন্তবর্তী মূল্যায়ন, সমাপ্তি মূল্যায়ন (PCR) ও অন্যান্য তথ্যের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে স্টাডি ডিজাইন নির্ধারণ করা হয়।

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের ওপর কর্মশালা-২০১৭ এ উপস্থিত প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল এফসিএ, এমপি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ।

সাধারণতঃ বেইজ লাইন সার্ভের অনুপস্থিতিতে Control Group Post Test Only-ডিজাইন পদ্ধতির স্টাডি ডিজাইন গ্রহণ করা হয়। অত:পর Random Sampling এর ভিত্তিতে মাঠ পযার্য়ের স্টেকহোল্ডারগণ এর নিকট থেকে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ পূর্বক তার যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে খসড়া প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। প্রতিটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে গঠিত Technical Committee কতৃর্ক খসড়া প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা হয় অত:পর বিভিন্ন সুবিধাভোগীদের প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশন/আইএমইডি/ইআরডি/দাতা সংস্থা এবং প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/দপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আয়োজিত ওয়াকর্শপ/সেমিনারের মাধ্যমে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। প্রতিবেদনে গৃহীত সুপারিশ/লব্ধ অভিজ্ঞতার উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত প্রকল্প সমূহের প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রভাব মূল্যায়ন একটি গবেষণামূলক কাজ বিধায় এ কাজ যথেষ্ট সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) তে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে প্রভাব মূল্যায়ন কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের২০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাছাই করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নির্ধারিত২০টির স্থলে ২২টি প্রকল্পের মূল্যায়ন করা হয়েছে। সে সকল প্রকল্পের তালিকা **পরিশিষ্ট-১** -এ দেয়া হয়।

(গ) সমাপ্ত প্রকল্প মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন: আইএমইডি সমাপ্ত সকল প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal Evaluation) প্রতিবেদন বই আকারে প্রকাশ করে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৬৪টি (Provisional) প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (PCR) সংগ্রহের কাজ ও পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়ন এগিয়ে চলছে । এছাড়া ২০১৪-১৫ অর্থবছরে যে ২৩৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে তার প্রকল্প সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (PCR) সংগ্রহ করা হয়েছে তার উপর প্রণীত মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংগ্রহ করে 'সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন' বই আকারে প্রকাশের নিমিত্ত প্রয়োজনীয়উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত ২৩২টি প্রকল্পের'সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন' বই আকারে প্রকাশ করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৬৭ অর্থ-বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)'-তে সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা ৩১২ (তিনশত বার)টি (Provisional) । সমাপ্ত প্রকল্পগুলির Project Completion Report (PCR) প্রাপ্তির পর সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(ঘ) ই-জিপি সংক্রান্ত : সরকারি ক্রয়কার্যে অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২ জুন, ২০১১ তারিখে জাতীয় ই-জিপি পোর্টাল (www.eprocure.gob.bd) উদ্বোধনের মাধ্যমে অন-লাইন পদ্ধতিতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরনের জন্য ই-জিপি [Electronic Government Procurement (e-GP)] পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। ই-টেন্ডারিং (e-Tendering) এবং ই-চুক্তি ব্যবস্থাপনা (e-Contract management) একীভূত করে ই-জিপি (Integrated e-GP) ব্যবস্থা প্রবর্তন ডিজিটাল বংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরণের পদক্ষেপ।

সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত দক্ষিণ এশিয় আঞ্চলিক সেমিনারে মাননীয় অর্থ এবং পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি।

প্রাথমিক পর্যায়ে চারটি সরকারি সংস্থাঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের দপ্তরে সরকারি ক্রয়ে পাইলট ভিত্তিতে ই-জিপি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে র জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১,১২০টি সংস্থার ৪,৭২৫টি ক্রয়কারী ই-জিপি ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। একই সঙ্গে ৩৩,৭৯২টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা ই-জিপি-তে নিবন্ধিত হয়েছে এবং ই-জিপি সিস্টেমে ১,০২,৯৫৮টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে এবং ৬৫,৫৮৩টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ই-জিপি সিস্টেমটি ডাচ-বাংলা ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক পেমেন্ট গেটওয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে ঠিকাদারগণ অন-লাইনে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে টাকা জমা দিতে পারছে।

ই-জিপি চালুর ফলে বর্তমানে ঘরে বসে টেন্ডার ডকুমেন্ট জমা দেয়া যাচ্ছে। ই-টেন্ডারিং-এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন চুক্তি ব্যবস্থাপনা, ই-পেমেন্টসহ আরো অনেক কাজ স্বল্প সময়ে, সহজে ও সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া অনেক বেশী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি দরপত্র জমাদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারছে। অন-লাইনে টেন্ডার দাখিল এই সুবিধা প্রবর্তনের ফলে দরপত্রদাতাগণ ভয়-ভীতি ও ঝামেলা মুক্ত পরিবেশে দরপত্র জমা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও অন-লাইনে PROMIS (Procurement Management Information System) এর মাধ্যমে সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণকৃত দরপত্রসমূহে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধি-বিধান যথাযথ প্রতিপালন হচ্ছে কি না তাও পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

e-GP সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাংকসহ বিভিন্ন সংস্থার ৬,৬১৭ (ছয় হাজার ছয়শত সতের) জন কর্মকর্তা এবং ১,৯৬৫ (এক হাজার নয়শত পঁয়ষট্টি) জন টেন্ডারারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। e-GP সিস্টেম ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং দেশের সকল সরকারি ক্রয় e-GP'তে অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্যে নিয়ে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মূল ডাটা সেন্টার BCC National Data Centre-এ এবং মিরর ডাটা সেন্টার সিপিটিইউ'তে বসানো হয়েছে। ডাটা মাইগ্রেট ও টেস্টিং করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে e-GP- এর নিম্নলিখিত কর্মকান্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

১) বিভিন্ন বিভাগের ৩০টি জেলায় Government Contractor Forum (GCF) এর Follow Up সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২) e-GP বাস্তবায়নে e-GP ডিজিটাল বিলবোর্ড; e-GP ফ্লাইয়ার; e-GP থিম মিউজিক; e-GP বিষয়ক ই-মেইল বার্তা; e-GP বিষয়ক মোবাইল ক্ষুদে বার্তা; e-GP বিষয়ক প্রেস ও অনলাইন পত্রিকার বিজ্ঞাপন; সরকারি ক্রয় বিষয়ক মোবাইল এ্যাপস; e-GP বিষয়ক এনিমেশন ভিডিও ; e-GP সাফল্য নিয়ে ৬টি ভিডিও তৈরী প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। এ ছাড়া e-GP-তে ব্যাংকের ভূমিকা শীর্ষক ৪টি বিভাগীয় শহরে কর্মশালা এবং ৮টি টিভি টকশো'র আয়োজন করা হয়।

৩) হেল্প ডেস্ক সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের জন্য Call Centre Manager নিয়োগ করা হয়েছে। হেল্প ডেস্কের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে ২৪ ঘন্টা চালু রাখা হচ্ছে। Short Code ১৬৫৭৫ এ নম্বরে ডায়াল করে যে কেউ e-GP সংক্রান্ত বিষয়ে সেবা পেতে পারেন।

৪) সরকারি ক্রয়ে নাগরিক সম্পৃক্ততা সৃষ্টির জন্য ২টি জেলার ৪টি উপজেলায় পাইলটিং করা হয়েছে। সরকারি ক্রয়ে স্টেকহোল্ডারদের সন্তুষ্টি শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫) ৬৪ জেলায় ৬৪টি e-GP কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং ৬৪টি গভমেন্ট এন্ড কনট্রাক্টর ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

৬) ঢাকা শহরের ফার্মগেট এবং চামেলী হাউজ এলাকায় e-GP ডিজিটাল বোর্ড স্থাপনকরা হয়েছে ; যার মাধ্যমে দরপত্র বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

(ঙ) প্রকল্প পরিদর্শন: মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন আইএমইডি'র একটি নিয়মিত কাজ। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বছরের শুরুতেই একটি কর্মপরিকল্পনা সচিবের নিকট থেকে অনুমোদন নেয়া হয়। প্রকল্প পরিদর্শনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প, সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প, শ্লথ গতিসম্পন্ন প্রকল্প এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। এর ফলে প্রকল্পের স্পট, কাজের মান এবং অগ্রগতি সম্পর্কে একটি বাস্তব ধারণা পাওয়া যায়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম গত ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করেন।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জুলাই, ২০১৬-জুন, ২০১৭ পর্যন্ত) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) অনুসারে অত্র বিভাগের কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল মোট ৭৫০টি। এ অর্থবছরে চলমান প্রকল্প পরিদর্শনের পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় ৭৫১টি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে; যা লক্ষ্যমাত্রার ১০০.১৩%।

(চ) নির্বাচিত চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth Monitoring): আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর পরামর্শক (ব্যক্তি/ফার্ম) নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর মনিটরিং সেক্টরসমূহের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের নির্বাচিত চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে:

ক) প্রকল্পটি কারিগরি/আর্থ-সামাজিক বিবেচনায় সরকারের অগ্রাধিকার, সমস্যাসংকুল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হতে হবে;
খ) প্রকল্পটি এডিপিভুক্ত চলতি বিনিয়োগ প্রকল্প হতে হবে (বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্ব বিবেচনায় চলতি কারিগরি প্রকল্প হতে পারে) এবং এর বাস্তবায়নকাল সমীক্ষা শেষ হওয়ার পর আরও অন্তত: এক বছর থাকতে হবে;
গ) প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি সাধারণভাবে ৪০% হতে হবে; এবং
ঘ) কোন প্রকল্প একবারের বেশী সাধারণভাবে নিবিড় পরীবীক্ষণের আওতায় আনা যাবে না।

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে সাধারণভাবে ব্যক্তি পরামর্শক বা পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়। পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮) অনুসরণ করা হয়। নিয়মিত পরিবীক্ষণ কাজে নিয়োগকৃত ব্যক্তি পরামর্শক/ফার্মকে

ক) নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য নির্বাচিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং সম্পাদিত কাজের পরিমান ও গুনগত মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণ ও তার আলোকে প্রয়োজনীয় মতামত/সুপারিশ প্রদান;

খ) প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে প্রাইমারী ডাটা সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট পর্যকেক্ষণ ও মতামত প্রদান;

গ) প্রকল্পের ক্রয় কার্য সম্পাদনে বিদ্যমান সরকারি ক্রয় আইন এবং বিধিমালা যথাযথ অনুসরন করা হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধানসহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ করতে হয়।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি **(Annual Performance Agreement, APA)** তে উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে ১৭টি প্রকল্প নিবিড় পরিবীক্ষণএর জন্য নির্বাচন করা হয়। তন্মধ্যে বর্ণিত বছরে ১৮টি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ২৬১৭ অর্থ বছরেনিবিড় পরিবীক্ষণকৃত ১৮টি প্রকল্পের তালিকা **পরিশিষ্ট-২** -এ দেখা যেতে পারে।

(ছ) এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় উপস্থাপনঃ আইএমইডি কর্তৃক প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতির পর্যালোচনা করে সুপারিশ সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের(NEC) সভায় উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। গত ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপি পর্যালোচনা প্রতিবেদন জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের(NEC) সভায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ তারিখে উপস্থাপন করা হয়েছে ও বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রনয়ণ প্রক্রিয়াধীন আছে। নিম্নে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও সার্বিক এডিপি অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য দেয়া হলো:

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ				ব্যয়			
		মোট	টাকা	প্র: সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন	মোট (%)	টাকা	প্র: সাহায্য	নিজস্ব অর্থায়ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১৬-১৭	১৬৮১	১১৯২৯৬	৭৭৭০০	৩৫৭৯৭	৫৭৯৯	১০৭২২৯ (৮৯.৮৯)	৭২৪১০ (৯৩.১৯%)	২৮৪৩০ (৭৯.৪২%)	৬৩৯০ (১১০.১৯%)

*** Provisional**

(জ) প্রশাসনিক কার্যক্রম: এ বিভাগ -কে কেন্দ্রিয়ভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নতুন জনবল কাঠামো সৃজন ও নিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যমান ০৪ (চার)টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর -কে ০৮ (আট)টি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। পাশাপাশি প্রতিবেদনাধীন বছরে ১ম শ্রেণির ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা -কে পদোন্নতি এবং ২য়, ৩য়, ৪র্থ শ্রেণির ক্যাটাগরিতে যথাক্রমে ০৩ (তিন) জন, ১১ (এগার) জন এবং ০৯ (নয়) জনসহ মোট ২৩ (তেইশ) জন কর্মচারির নিয়োগ চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়াও সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(ঝ) সভা: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন বছরে এ বিভাগে ১২ (বার)টি সমন্বয় সভা ও ১২ (বার)টি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া প্রশাসন শাখার উদ্যোগে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ইনোভেশন প্রস্তাব, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, বাজেট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(ঞ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন : ২০১৬-১৭ অর্থ -বছরে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মন্ত্রণালয় /বিভাগ ভিত্তিক মাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আইএমইডি'র ওয়েবসাইটে (www.imed.gov.bd) নিয়মিত প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে এডিপি'র মাসিক, ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতির মন্ত্রণালয় /বিভাগ ভিত্তিক তথ্য পরিকল্পনা কমিশন , বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। জাতীয় সংসদ সদস্যগণের জন্য প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন করে তা জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে চতুর্থ প্রান্তিক পর্যন্ত Project Management Information System (PMIS)-এ প্রকল্পভিত্তিক ডাটা এন্ট্রি চলমান রয়েছে।

(ট) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম -পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো র আওতায় পুরস্কার : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৬ -২০১৭ এর আওতায় ০২ (দুই) জন কর্মচারিকে ক্রেস্ট, সনদ এবং আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৬-১৭ এর আওতায় পুরস্কার প্রদান

(ঠ) তথ্য অধিকার আইন , ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য সরবরাহ: তথ্য অধিকার আইন , ২০০৯ অনুযায়ী তথ্যের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ফরমে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন করা হলে নিয়মিত তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ০২টি এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা ০২টি। নিম্নলিখিত ছকে তা উল্লেখ করা হলো।

ক্র নং	কর্তৃপক্ষের নাম	তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ফরমেট অনুযায়ী তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	তথ্য সরবরাহের মাধ্যেমে নিষ্পত্তিকৃত আবেদনের সংখ্যা	অনুরোধকৃত তথ্য না দেয়ার সিদ্ধান্তের সংখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্তের কারণ	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সংখ্যা	আপিলের নিষ্পত্তির সংখ্যা	কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমুলক ব্যবস্থার সংখ্যা	তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ আর বিধি ৮ অনুযায়ী তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ
১	জুলাই/১৬	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
২	আগস্ট/১৬	০১	০১	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৩	সেপ্টেম্বর/১৬	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৪	অক্টোবর/১৬	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৫	নভেম্বর/১৬	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৬	ডিসেম্বর/১৬	০১	০১	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৭	জানুয়ারি/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৮	ফেব্রুয়ারি/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
৯	মার্চ/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
১০	এপ্রিল/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
১১	মে/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
১২	জুন/১৭	০	০	০	০	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	০	০
	মোট	০২	০২	০	০	-	-	০	০

(ড)ভিডিও কনফারেন্স: Online Project Monitoring এর অংশ হিসেবে ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ০৮ (আট)টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ে এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিভাগের ০ ৮ (আট)টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

১৬/০৫/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আইএমইডি'র সচিব এর সাথে জেলা প্রশাসক, শেরপুর এর ভিডিও কনফারেন্স

ভিডিও কনফারেন্সে জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সমস্যাসমূহ ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ০৮ (আট)টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং জেলা পর্যায়ে এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিভাগের ০ ৮ (আট)টি ভিডিও কনফারেন্স সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	তারিখ
১.	গোপালগঞ্জ	১৯/০৩/২০১৭
২.	পঞ্চগড়	১০/০৪/২০১৭
৩.	সিরাজগঞ্জ	১৭/০৪/২০১৭
৪.	টাঙ্গাইল	৮/০৫/২০১৭
৫.	ঝালকাঠি	৯/০৫/২০১৭
৬.	শেরপুর	১৬/০৫/২০১৭
৭.	ঝিনাইদহ	২৩/০৫/২০১৭
৮.	ভোলা	২৮/০৫/২০১৭

(ঢ) ই-ফাইলিং: ডিজিটাল পদ্ধতিতে দাপ্তরিক নথি নিষ্পত্তির কার্যক্রম ই-ফাইলিং চালু করেছে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ। ই-ফাইলিং এর ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে এর কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এ বিভাগটি ই-ফাইলিং কার্যক্রমে শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সারিতে অবস্থান করেছিল।

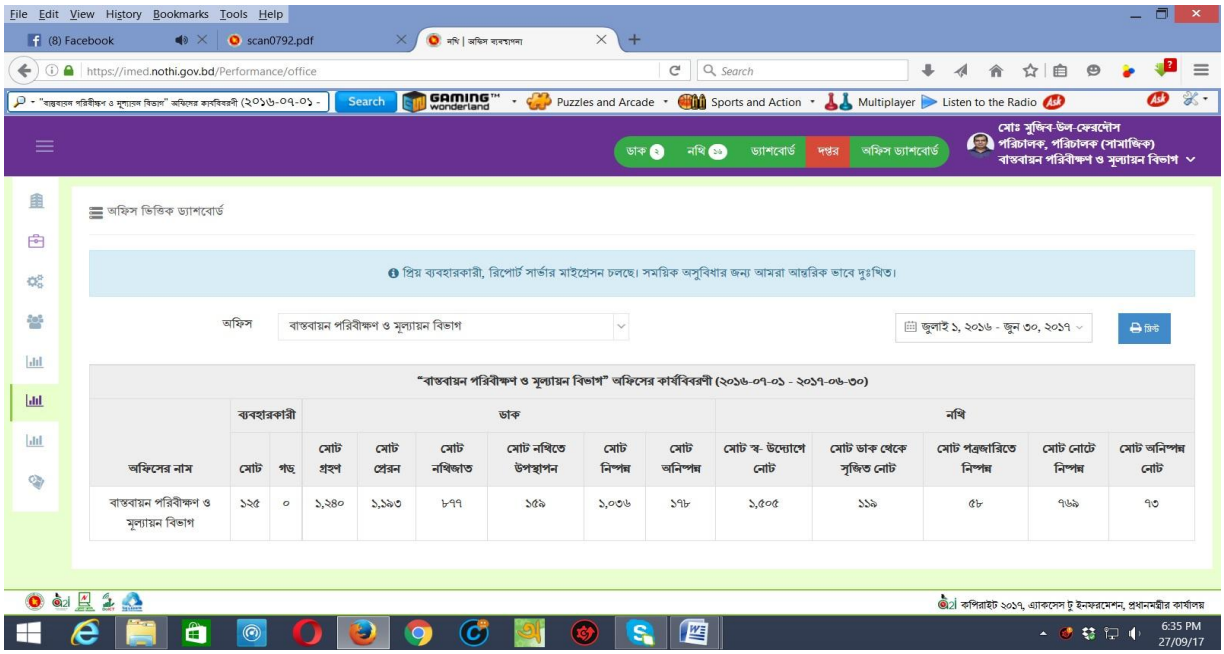

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে দপ্তরভিত্তিক ই-ফাইলিং প্রতিবেদনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

বিশেষ অর্জন: ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে APA বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে এ বিভাগ ২য় অবস্থান অর্জন করে; যা ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে ঘোষণা করা হয়।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন চারটি প্রকল্পের অগ্রগতি:

আইএমইডি'র আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা ৪ টি। প্রকল্প ৪টির অনুকূলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে মোট বরাদ্দ ২১৫৩৫.০০ (জিওবি ৩৬৬৫.০০ ও প্রকল্প সাহায্য ১৭৮৭০.০০) লক্ষ টাকা এর মধ্যে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৯০২৬.০০ (জিওবি ২৭৯০.০০ ও প্রকল্প সাহায্য ১৬২.৩৬) লক্ষ টাকা। সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে এ অর্থবছরে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৯.৮৮% |

Public Procurement Reform Project (PPRP-II) (3rd Revised) Project:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নসহ নিয়মিত কার্যক্রম সম্পাদনকালে বিভিন্ন পণ্য, সেবা বা কার্য ক্রয়ের প্রয়োজন হয়। এসব সরকারী ক্রয়ে কর্মদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত চারটি কম্পোনেন্ট এর সমন্বয়ে 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট(৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে:

1. Furthering policy reform and institutionalizing capacity development
2. Strengthening procurement management at sectoral level of IMED & CPTU
3. Introducing e-Government Procurement (e-GP)
4. Communication, behavioral changes and social accountability.

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ:

১। ২০ (বিশ) টি অবশিষ্ট স্টান্ডার্ড টেন্ডার ডকুমেন্ট (STD) সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট যেমন: মূল্যায়ন নোট বিধিমালার অনুবাদ , ভার্সন ইত্যাদি এর জন্য নির্দেশিকা প্রনয়ণ, হালনাগাদকরন এবং প্রকিউরমেন্ট রিভিউ;

২। ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এর আওতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থাপনাকে দক্ষতর করার জন্য প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে কর্মকর্তাদের জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের আয়োজনের সুযোগ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা;

৩। সিপিটিউ এবং আইএমইডি'র সেক্টর পর্যায়ের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করা।

৪। চারটি প্রধান এজেন্সি সহ e-Government Procurement (e-GP) কার্যক্রমকে দেশব্যাপী ব্যাপকহারে সম্প্রসারণ করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে উক্ত চারটি এজেন্সির সকল কার্যক্রম ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা;

৫। পিপিআরপি-২ এর পাইলট ই-জিপির ডেভেলপমেন্ট টেস্টিং এবং কমিশনিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৬। ষ্টেকহোল্ডারদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিষয়ে সম্পৃক্ত করা এবং প্রকিউরমেন্ট এনটিটি সমূহকে সমাজের নিকট দায়বদ্ধ করা। (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন পাবলিক, প্রাইভেট ষ্টেকহোল্ডার কমিটির দিক-নির্দেশনায় এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়।)

৭। ঠিকাদার সরবরাহকারী এবং পরামর্শকদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ডাটাবেইজ প্রণয়ন।

বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিপিটিইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির টিপিপি ০৪ জুন ২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ৩য় সংশোধিত টিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৬৮১৭.১৯ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১৯৩৮১.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ১৭১২.৬৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯১.৯০%।

Strengthening Monitoring and Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (1st Revised) Project:

উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পটির প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১। তৃণমূল পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শনে আইএমইডি'র নিজস্ব যানবাহন সুবিধা সৃষ্টি করা এবং নিরপেক্ষ ও তরিত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

২। অন্যান্য লজিষ্টিক সুবিধাদি (আইটি যন্ত্রপাতি , ল্যান, ইন্টারনেট ইত্যাদিসহ) নিশ্চিত করা

৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহ থেকে ইলেকট্রনিক উপায়ে উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে PMIS (Project Management Information System) প্রতিষ্ঠা করা;

৪। রেজাল্ট বেইজড মনিটরিং (RBM) চালুর লক্ষ্যে আইএমইডি কর্তৃক প্রণীত 'স্ট্রেটেজিক প্ল্যান (এসপি-২০০৮)' বাস্তবায়ন শুরু করা;

৫। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে চালুর লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়নের উপর সেক্টর ভিত্তিক ম্যানুয়াল তৈরি করা;

৬। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দেশ-বিদেশে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা;

৭। পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে আর্থিক, বাস্তব অগ্রগতি তথ্যের পাশাপাশি প্রকল্পে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য BUET/ BCSIR এর সাথে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করা।

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আইএমইডি'র ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২৯/০৭/২০০৯ তারিখের অনুশাসনের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গত ০৩/০৮/২০০৯ তারিখে আইএমইডিকে শক্তিশালীকরণের জন্য একটি নির্দেশনা জারি করে। উক্ত নির্দেশনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় বিবেচনা করা হয়ঃ

"বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমের বিশেষ অবদান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসু ও কার্যকর করার সাথে এবং যথাযথ প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে Implementation Monitoring and Evaluation Division (IMED)- এর কার্যক্রম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত IMED- এর কার্যক্রম, বাস্তবায়ন কৌশল, বিজ্ঞানভিত্তিক, আধুনিক ও বাস্তবসম্মত হওয়া একান্ত প্রয়োজন"।

উক্ত অনুশাসন ও নির্দেশনার প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ক্যাপাবিলিটিজ অব আইএমইডি (এসএমইসিআই) শীর্ষক প্রকল্পটি আইএমইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রনয়ণ করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংশোধিত এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় তন্মধ্যে জুন ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে মোট ব্যয় হয় ৬৩৬.৬৫ লক্ষ টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৪২.৫০%।

এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন SMECI (1st Revised) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প Monitoring ব্যবস্থা Digitalized করার লক্ষ্যে প্রক্রিয়াধীন PMIS সফট্ওয়্যার ব্যবহারের নিমিত্ত ২০১৬-১৭ অর্থ-বছর পর্যন্ত ৪৫(পঁয়তাল্লিশ)টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩৬৬ (তিনশত ছেষট্টি) জন প্রকল্প পরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের ৭১৭ (সাতশত সতের) জন কর্মকর্তা-কে বিভিন্ন ব্যাচে ০৩ (তিন) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে।

এ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (1st Revised)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৬ -১৭ অর্থ-বছরে যুক্তরাজ্যে ০২ (দুই)টি ব্যাচে ১৪ (চৌদ্দ) দিন করে Management for Development Results ও Results Based Monitoring শিরোনামে মোট ২২ (বাইশ) জন এবং সিংগাপুরে ০১ (এক) টি ব্যাচে ০৭ (সাত) দিনের Environmental Monitoring শিরোনামে ১২ (বার) জন কর্মকর্তা-কে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the EffectiveCoverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for children and women in Bangladesh (1st Revised) Project:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো, সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও নারীদের সামাজিক মৌলিক পরিসেবার কার্যকর কাভারেজ বৃদ্ধিকল্পে নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট সহযোগী মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করা।

- সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজের নিরীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য আইএমইডির অধীনে একটি সমন্বিত জাতীয় ব্যবস্থা স্থাপন করা;
- তথ্য সংগ্রহ, প্রতিবন্ধকসমূহের বিশ্লেষণ এবং সাময়িক প্রতিবেদন তৈরী করতে আইএমইডি, ইআরডি, এসআইডি/বিবিএস ও বিআইডিএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক এবং মানবসম্পদ ক্ষমতার উন্নয়ন করা;
- GOB-UNICEF-এর কর্মসূচি পর্যালোচনা করা এবং উচ্চ পর্যায়ের যৌথ মিশনে অংশগ্রহণ করা;
- মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণে জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ন্যায্যতার সাথে শিশু ও নারীর উপকারার্থে প্রমাণভিত্তিক পরিকল্পনা, বাজেট ও কার্যক্রম প্রণয়নের জন্য উন্নয়ন-প্রতিবন্ধকতার দালিলিকরণ, বিতরণ ও সুব্যবহার করা;
- অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মৌলিক সামাজিক পরিষেবার কার্যকর কভারেজ প্রাপ্তির পথে বাস্তবায়ন প্রতিবন্ধকতাসমূহের পদ্ধতিগত অনুসরণ ও অপসারণ এবং
- অনগ্রসর শিশু ও নারীদের জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ফলাফল অর্জনে সম্পদের বর্দ্ধিত ও অধিক দক্ষ ব্যবহারের জন্য প্রচার করা।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৮২৪.২৮ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃ ৪২৯.৫৫ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ৩৫১.২৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯০.০০%।

এ বিভাগের "Capacity Development for Monitoring and Reporting to increase the Effective Coverage of Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (1st Revised)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিবেদনাধীন বছরে মালয়েশিয়ায় ১০ (দশ) জন কর্মকর্তা -কে ০৫ (পাঁচ) দিনের Monitoring & Evaluation বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ব্যাচে বিভিন্ন বিষয়ে ও মেয়াদে মোট ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তা-কে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ০৮ (আট)টি জেলায় ০৮ (আট)টি কর্মশালায় অনুষ্ঠিত হয়।

Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI) Project:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Results Based M&E) প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং ফলা ২ফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনার জন্য আইএমইডি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এ বিভাগের "Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় ০২ (দুই)টি ব্যাচে ০৭ (সাত) দিন করে মোট ২৫ (পঁচিশ) জন কর্মকর্তা-কে Technical Audit বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ব্যাচে বিভিন্ন বিষয়ে ও মেয়াদে মোট ২৭৩ (দুইশত তিয়াত্তর) জন কর্মকর্তা-কে স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৪.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত ২২৬.০০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ২২৩.৫৭ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৭৫.০০% ।

উপসংহারঃ

৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও SDG-এর লক্ষ্যমাত্রার সাথে সঙ্গতি রেখে সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা, ই-জিপি সম্প্রসারণ, মনিটরিং ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রেজাল্ট-বেইজড ম্যানেজমেন্টের প্রয়োগ, প্রকল্প বাস্তবায়নের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ এবং মনিটরিং কর্মকর্তাদের লজিষ্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির উদ্যোগ বাস্তবায়নাধীন আছে। সরকারি ক্রয়ে ইলেকট্রনিক টেন্ডারিং বাস্তবায়ন এবং নিবিড় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা বলবৎ করার ফলে উন্নয়ন খাতে সম্পদের অপচয় এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, পল্লী উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ সেক্টরের উন্নয়ন, পরিবেশ ও জলবায়ু সংরক্ষণ, আইসিটি তথা ইন্টারনেট, টেলিফোন-এর উন্নয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, বিচার ব্যবস্থা ও মানবাধিকার পরিস্থিতির সূচকসমূহের অর্জন বেগবান হয়েছে। এসব উন্নয়নের সুফল জনগণ অধিক হারে পাচ্ছেন।

পরিশিষ্ট-১

সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মুল্যায়ন (Impact Evaluation) **এর তালিকা :**

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন সেক্টর কর্তৃক ২২ টি সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন তালিকা নিম্নরূপ:

ক্র নং	প্রকল্পের নাম
১.	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ রাজশাহী-রংপুর বিভাগীয় কার্যক্রম-১
২.	বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত)
৩.	Development of National ICT Infra Network for Bangladesh Govt. (Bangladesh Govt.)
৪.	৩জি প্রযুক্তি চালুকরণ ও ২.৫জি নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (২য় সংশোধিত)
৫.	সেচ কাজে ব্যবহারের জন্য অচালূ/অকেজো গভীর নলকূপ সচলকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প
৬.	হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র পুনরূদ্ধার প্রকল্প
৭.	চিহ্নিত অবক্ষয়িত জলাশয় উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণ প্রকল্প।
৮.	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প
৯.	উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (সংশোধিত)
১০.	মাতামহুরী সেচ প্রকল্প ২য় পর্যায়
১১.	এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)
১২.	"মানব উন্নয়নের জন্য স্বাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা-২" শীর্ষক প্রকল্প
১৩.	"সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প
১৪.	রেভিটেলাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিসিয়েটিবস ইন বাংলাদেশ (আরসি এইচসিআইবি)
১৫.	শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৩য় সংশোধিত)
১৬.	বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন (তৃতীয় পর্যায়)
১৭.	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী রহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সেকশনসমূহের পুর্নবাসন।
১৮.	"বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (তিন ইউনিটে এক সেট ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপুল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প
১৯.	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে অন্তর্ভুক্ত সেতুসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত)
২০.	কিশোরগঞ্জ –করিমগঞ্জ-চামড়াঘাট-মিঠামইন-সড়ক উন্নয়ন(কিশোরগঞ্জ চামড়াঘাট অংশ)
২১.	কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচী-২: গামীণ সড়ক ও হাটবাজার সংযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন' পটুয়াখালী, বরগুনা, নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
২২.	সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

পরিশিষ্ট-২

মনিটরিং সেক্টরসমূহ কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নিবিড় পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্পের তালিকা:

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম
১.	সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ প্রকল্প
২.	একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প
৩.	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত)
৪.	সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়ার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ (২য় পর্যায়)
৫.	পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ খুলনা বিভাগীয় কার্যক্রম-২
৬.	সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন
৭.	উপজেলা পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন
৮.	পূর্বাচল নতুন শহর
৯.	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন(২য় পর্যায়)(রস্ক-২)
১০.	সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড এ্যাকসেস ইনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট(সেকায়েপ)
১১.	ব্লুড ব্যাংক স্থাপন (৩য় পর্যায়)
১২.	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)(সংশোধিত)
১৩.	জেলা সড়ক উন্নয়ন সিলেট এবং জেলা সড়ক উন্নয়ন রাজশাহী জোন
১৪.	শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থাপন, কিশোরগঞ্জ
১৫.	জরুরি-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প
১৬.	বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)
১৭.	বিবিয়ানা কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি এবং ফেঞ্চুগঞ্জ-বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন (সংশোধিত)
১৮.	বাংলাদেশ রেলওয়ের ঈশ্বরদী থেকে পাবনা হয়ে ঢালারচর পর্যন্ত নতুন রেলওয়ে লাইন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)

পরিশিষ্ট-৩

আইএমইডি'র সেক্টরভিত্তিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিন্যাস ও মনিটরিং-এর আওতায় ২০১৬-২০১৭
অর্থ বছরের প্রকল্প সংখ্যা:

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা
(১)	*(২)*	*(৩)*
১	স্থানীয় সরকার বিভাগ (থোক বরাদ্দসহ)	২৩২
২	বিদ্যুৎ বিভাগ	১১৬
৩	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১৪০
৪	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫৩
৫	সেতু বিভাগ	১০
৬	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১
৭	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১০৩
৮	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৮১
৯	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬৫
১০	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৭
১১	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৮
১২	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৫৮
১৩	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	১২
১৪	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১১
১৫	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৩৮
১৬	কৃষি মন্ত্রণালয়	৮৯
১৭	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১৭
১৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৯
১৯	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (থোক বরাদ্দসহ)	১২
২০	জননিরাপত্তা বিভাগ	৩২
২১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৬
২২	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২৩
২৩	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২৩
২৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১২
২৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (থোক বরাদ্দসহ)	১৮
২৬	শিল্প মন্ত্রণালয়	৪৯
২৭	আইন ও বিচার বিভাগ	৬
২৮	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৩
২৯	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	৫
৩০	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৫
৩১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭
৩২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	১১
৩৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪১
৩৪	ভূমি মন্ত্রণালয়	১১
৩৫	অর্থ বিভাগ	৬
৩৬	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৯
৩৭	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	১০
৩৮	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২১
৩৯	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৪
৪০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭
৪১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩
৪২	বাস্তবায়ন পরিববীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	৪

ক্রঃ নং-	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	প্রকল্প সংখ্যা
৪৩	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮
৪৪	তথ্য মন্ত্রণালয়	১২
৪৫	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৮
৪৬	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২১
৪৭	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৬
৪৮	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৩
৪৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৯
৫০	পরিকল্পনা বিভাগ (উন্নয়ন বরাদ্দ)	১৮
৫১	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৪
৫২	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	৫
৫৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৪
৫৪	দুর্নীতি দমন কমিশন	২
৫৫	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)	১
৫৬	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১
৫৭	জাতীয় সংসদ সচিবালয়	১
বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা (পরিকল্পনা বিভাগ)		--
সর্বমোট		**১৬৮১**